দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 03 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে চিকিৎসক তৈরির জন্য রয়েছে বেশ কিছু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। কলেজসমূহে রয়েছে হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক ডিএইচএমএস-এর জন্য নির্ধারিত সিলেবাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিএইচএমএস-এর জন্য নির্ধারিত সিলেবাস। ডিএইচএমএস-এর জন্য নির্ধারিত সিলেবাস শেষ করার জন্য চার বছর এবং ইন্টার্নির জন্য ১ বছরসহ মোট ৫ বছর সময় লাগে। ডিএইচএমএস-এর সিলেবাসে রয়েছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি, প্যাথলজি, গাইনি ও প্রসূতিবিদ্যা, ফেরেনসিক মেডিসিন, সার্জারি, মেটেরিয়া মেডিকা (হোমিও মেডিসিন), হোমিও দর্শন, অর্গানন অফ মেডিসিন প্রত্যেকটি বিষয়ে ৭৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয় এবং কমপক্ষে ৩৬ নম্বর পেলে পাস। ব্যবহারিক প্রত্যেক বিষয়ে ২৫ নম্বর এবং পাস নম্বর কমপক্ষে ১৫। চিকিৎসা শিক্ষাকে বাস্তবমুখি এবং দক্ষ চিকিৎসক তৈরির জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। ফলে যারা পাস করেন তারা মুখস্ত করে প্রশ্ন উত্তর দিয়ে পাস করে থাকেন। ইন্টার্নিশিপেরও একই অবস্থা। হোমিও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। প্রতিটি কলেজে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য একটি ল্যাবরেটরি থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে, নতুবা তাদের এফিলিয়েশন বাতিল করার ব্যবস্থা করা।

২। সার্জারি ও প্যাথলজিক্যাল ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রয়োজনে নিকটবর্তী সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করে মাসে ২/৩ বার করে দেখানোর ব্যবস্থা করা।

৩। ইন্টার্নির জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে করে পাস করার পর একজন ডাক্তার প্রকৃতপক্ষে কিছু বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

৪। বিএইচএমএস-এ ভর্তির জন্য বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ এবং ডিএইচএমএস-এ ভর্তির বয়স ৩০-৪০ বছর করা।

৫। অনেক বেসরকারি কলেজে শুধুমাত্র টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে দেয়া হয়। সারা বছর তেমন ক্লাস হয় না এবং শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে উপস্থিত হয় না। ক্লাসে উপস্থিতি কমপক্ষে ৭০% না থাকলে তাকে চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে দেয়া উচিত নয়।

ডাঃ মোঃ মোকছেদুর রহমান,
ডিএইচএমএস (ঢাকা),
১১২৯ মিয়াপাড়া, জামালপুর ২০০০।

৭৭
চিকিৎসা শিক্ষা